সংবাদ

তারিখ 27 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপেষু

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হতে ছাত্র ও ছাত্রী ঝরে পড়ে কেন

১৯৮২ সাল হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলার অধীন দৌলতবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল কমিটির সভাপতির পদে নিযুক্ত আছে। স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান সর্বনিম্নে। তার কারণগুলো নিম্নে দেয়া হলো। ১) সরকারি প্রা. বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নিয়ম অনুসারে যতজন শিক্ষক থাকা দরকার তা নেই। ২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক ছুটি-বন্ধ থাকে শুক্রবারসহ ১৩০ দিন অর্থাৎ প্রায় ৫ মাস। ৩) ব্র্যাক স্কুলগুলো ১ বছরের মধ্যে শুক্রবারসহ ৯০ দিন বন্ধ থাকে। তাদের অন্য কোন বন্ধ নেই। বছরের ৯ মাসই তারা স্কুলে লেখাপড়া করায়। ব্র্যাক স্কুলগুলোর শিক্ষকরা লেখাপড়ার মান নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত। অথচ ব্র্যাক স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার মান সরকারি স্কুল হতে অনেক উন্নত। স. প্রা. বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা প্রায়ই বিএ, এমএ পাস। অথচ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার মান সর্বনিম্নে। ৪) স. প্রা. স্কুলগুলোতে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি- এ ২ মাস চলে যায়, কোন লেখাপড়া হয় না। কারণ শিশুদের বই-পুস্তক দেয়া হয় না বলে। ৫) স. স্কুলের শিক্ষকরা সারাবছরই প্রশিক্ষণ দেয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসলেই অন্য আর একজন চলে যায় প্রশিক্ষণ দিতে। এভাবেই সমস্ত বছর চলে। তাতে জনগণ মনে করে, ছাত্রছাত্রীরাই স্কুলে শিক্ষক সেজে বসে আছে। আর তাদের শিক্ষকরা ছাত্র হয়ে প্রশিক্ষণ স্কুলে পড়ছে। ছাত্রছাত্রী স্কুলে আছে সত্য; কিন্তু তাদের শিক্ষক নেই। লেখাপড়াও নেই। ৬) স. স্কুলগুলোর প্রত্যেক শিক্ষকই বছরে ২০ দিন করে নৈমিত্তিক ছুটি পান। প্রত্যেক শিক্ষকই তাদের বছরে ২০ দিন করে ছুটি ভোগ করে থাকেন। এসব কারণে স্কুল হতে ছেলেমেয়েরা ঝরে পড়ে। ছাত্রদের অভিভাবকদেরও ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য কোন উৎসাহ থাকে না। যদি স্কুলগুলোতে সঠিকভাবে পড়াশোনা হয় তবে একটা ছেলেও স্কুল হতে ঝরে পড়বে না। স্কুলগুলোতে উপবৃত্তির টাকা দেয়াতে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু লেখাপড়ার মান বাড়েনি। এসব কারণে দেখা যায় যে ৩৬৫ দিনে ১ বছর, ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনও স্কুলগুলোতে লেখাপড়া হয় না। স্কুলগুলোর বন্ধের সংখ্যা কম্যতে হবে। ব্র্যাক স্কুলগুলোর বন্ধের সমান করতে হবে। যতদিন স্কুল খোলা থাকে ততদিন শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে স্কুল হতে ঝরে পড়া বন্ধ করা যাবে না।

জাহের উদ্দিন আহাম্মদ
সভাপতি
দৌলতবাড়ি প্রা. বিদ্যালয়
ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলা।